গাংনীর গাঁড়াডোব গ্রামে নির্বাচন পরবর্তি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া-পুলিশ মোতায়েন

ধানখোলা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের পরাজিত মেম্বর জাকারিয়া হোসেন জিকরির ভয়ে এলাকা ছাড়া হয়েছে বিনপি সমর্থক ভোটাররা।
আজ সোমবার (২৯ নভেম্বর) সকালের দিকে দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে এ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, সদ্য সমাপ্ত ইউপি নির্বাচনে সাবেক ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি বর্তমান (আওয়ামীলীগ কর্মি) জিকিরিয়া ওই ওয়ার্ডে ফুটবল মার্কা প্রতিকে ৮৪৬ ভোট পান। এ ওয়ার্ডে বর্তমান মেম্বর হাবিবুর রহমান(ফিরোজ) ১৭১২ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বারের মত সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। রাতে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন সদ্য যুবদল থেকে আসা নব্য আওয়ামীলীগ কর্মী জিকরি।

আজ সোমবার সকাল থেকে গাঁড়াডোব গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে ইয়াকুব আলী, নুর মহম্মদের ছেলে কাবারুল ইসলাম, মাজেদ আলীর ছেলে আবু তালেব, ভোলা শেখের ছেলে শিলন হোসেন, মুলুক হোসেনের ছেলে ইসমাইল সহ বিভিন্ন লোকজনকে তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে হুমকী দিচ্ছেন। সকাল থেকেই বিজয়ী ইউপি সদস্য ফিরোজ হোসেনের লোকজনকে হুমকী ধামকী দেয়া শুরু করেন। তারা লাঠি শোঠা নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন পাড়াতে মহড়াও দিতে থাকেন।

জিকরিয়ার নেতৃত্বে মকলেছ হোসেন, তারিক হোসেন, কিবরিয়া, মিজানুর রহমান, মারুফ হোসেন, ফারুক হোসেনসহ ২৫/৩০ জন লোক নিয়ে মহড়া শুরু করেন। এক পর্যায়ে ফিরোজ আহমেদের লোকজনও লাঠি শোঠা হাতে নিয়ে বেরিযে পড়েন মোকাবেলা করতে। এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। খবর পেয়ে গাংনী থান পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে পৌছানোর পর ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যান তারা।

ইউপি সদস্য ফিরোজ জানান, নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই জিকরিয়া সাধারণ ভোটারদের বিভিন্নভাবে হুমকী দেয়া শুরু করেছেন। লাঠি শোঠা নিয়ে বাড়ি বাড়ি হামলা করেছে। তার ভয়ে গ্রামের প্রায় অর্ধশত লোক এখন পালিয়ে গেছে। বর্তমানে গাঁড়াডোব গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো সময় ঘটতে পারে রক্তক্ষয়ী সংঘঁর্ষ।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কালিয়ায় ১২ ইউপির ১০টিতে নৌকার হার, আ.লীগের জয়ী দুজন

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১০টিতেই নৌকার প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। ১০টির মধ্যে ৯টিতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। একটিতে জয়ী হয়েছেন সিপিবি নেতা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নয়টি ইউপিতে জয় পাওয়া আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীরা দলীয় সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। নির্বাচনের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের রিটার্নিং কর্মকর্তারা গতকাল রোববার রাতে এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞাপন
দলীয় সূত্রে ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে বিজয়ী দুজন নারী। তাঁরা হলেন মাউলি ইউনিয়নে রোজী হক ও হামিদপুর ইউনিয়নে পলি বেগম।

বিজয়ী আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীরা হলেন ইলিয়াছাবাদে মল্লিক মো. মনিরুল ইসলাম, সালামাবাদে মোল্লা মাহাবুর রহমান, পহরডাঙ্গায় মল্লিক মাহামুদুল ইসলাম, বাবরা-হাচলায় মো. মোজাম্মেল হোসেন, পুরুলিয়ায় আমিরুল ইসলাম, চাঁচুড়ীতে মো. মেলজার হোসেন ভূইয়া, কলাবাড়িয়ায় মো. মাহমুদুল হাসান, জয়নগরে কাজী আইয়ুব আলী ও বাঐসোনাতে মো. চুন্নু শেখ।

খাশিয়াল ইউপিতে বিজয়ী হয়েছেন নড়াইল জেলা সিপিবির সভাপতি বি এম বরকত উল্লাহ। তিনি বলেন, নৌকার প্রার্থী হালিমা বেগমের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে পরাজিত মেম্বার প্রার্থী আলাইহীমসহ আটক -৪

তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শেষে হামলা চালিয়েছে পরাজিত মেম্বর প্রার্থী আলেহীম ও তার সমর্থকরা। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটসহ সকলকে অবরুদ্ধ করে রাখে। আত্মরক্ষার্থে নিরাপত্তা কর্মীরা ১০ রাউন্ড ফাকা গুলি ছোড়ে। ঘটনাস্থল থেকে পরাজিত মেম্বার প্রার্থী আলাইহীমসহ তার চার সমর্থক কে আটক করেছে বিজিবি।

আটকৃতরা হলো- বেতবাড়িয়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে ও মেম্বার পদপ্রার্থী আলাইহীম (৪১), মনিরুল ইসলামের ছেলে রকেট (৪০), নাজির হোসেনের ছেলে বকুল হোসেন (৩৯) ও ভবানীপুর গ্রামের আব্দুল মোল্লাহর ছেলে জালাল উদ্দীন (৫০) আটককৃতদের গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক আটককৃতদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বেতবাড়িয়া ১০ নং ভোট বেন্দ্রে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার সাজাহান আলী জানান, আমরা ভোট গণণা শেষে সাইদুর রহমানের কাছে পরাজিত হয় আলাইহীম। গাংনী উপজেলা কন্ট্রোল রুমে ফেরার সময় পরাজিত মেম্বার প্রার্থী আলাইহীম ও তার লোকজন গেটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং কেন্দ্রে মধ্যেকার সকলকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে বিজিবিকে খবর দেয়া হয়। বিজিবির একটি টীম ঘটনা স্থলে পৌছালে হামলাকারিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে পরাজিত মেম্বর প্রার্থী আলাইহীম ও তার লোকজন হামলা করে কেন্দ্রের দায়িত্বরত

প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার, সাংবাদিক ও নিরাপত্তারক্ষীদেরকে অবরুদ্ধ করে। এসময় কেন্দ্রের প্রধান ফটক ভাংচুর করে। আত্ম রক্ষার্থে কেন্দ্রের নিরাপত্তারক্ষী শরিফুল ইসলাম শর্টগানের ১০ রাউণ্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পরে বিজিবির একটি টীম সেখানে গেলে আলাইহীম ও তার লোকজন পালিয়ে যায়। একঘন্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সকলেই কেন্দ্র ত্যাগ করি।

মেহেরপুর সদরে একটি আ.লীগ, একটি বিদ্রোহী জয়ী

৩য় ধাপে মেহেপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ও বুড়িপোতা ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর একটি আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং অপরটিতে বিদ্রোহী প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন।

বুড়িপোতা ইউনিয়নে আওয়ামীলীগ প্রাথী শাহ জামান ১২ হাজার৬৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী রেজাউল ইসলাম (বিদ্রোহী) পেয়েছেন ১১ হাজার ৪১৩ ভোট।

কুতুবপুর ইউনিয়নে বিদ্রোহী প্রার্থী সেলিম রেজা ১৬ ৫৭৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী ইদ্রিস আলী পেয়েছেন ১০৭২৮ ভোট।

গাংনীতে আ.লীগ এক, বিদ্রোহী এক, স্বতন্ত্র এক, বিনা

প্রতিদ্বন্দ্বীতায় একজন নির্বাচিত

গাংনীতে তৃতীয় ধাপে নির্বাচনে তিনটি ইউপিতে সরকার দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী একজন এবং আওয়ামীলীগের বিদ্রোহী প্রার্থী একজন ও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী বেসরকারী ভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

এরা হচ্ছেন- কাজিপুর ইউপির আওয়ামীলীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলম হোসাইন, ষোলটাকা ইউপির আনোয়ার হোসেন পাশা এবং রাইপুর ইউপির সরকার দলীয় প্রার্থী গোলাম সাকলায়েন ছেপু।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার আব্দুল আজিজ জানান, বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়াই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কাজিপুর ইউনিয়নে ৪ জন, ষোলটাকা ইউনিয়নে ৩ জন এবং রাইপুর ইউনিয়নে ৩ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে অংশ নেন। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের একজন এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী একজন ও স্বতন্ত্রপ্রার্থী একজন নির্বাচিত হন।

কাজিপুর ইউপির স্বতন্ত্র প্রার্থী আলম হুসাইন ৭ হাজার ১১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী আব্দুল আলীম পেয়েছেন ৬ হাজার ৫৫৪ ভোট।

ষোলটাকা ইউপিতে আওয়ামীলীগের বিদ্রোহী প্রার্থী আনোয়ার হোসেন পাশা ৪ হাজার ৯৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামীলীগের প্রার্থী দেলবার হোসেন পেয়েছেন ৪ হাজার ৭৩১ ভোট।

এ ছাড়াও রাইপুর ইউপির আওয়ামীলীগের প্রার্থী গোলাম সাকলায়েন ছেপু ৫ হাজার ২৫৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আলফাজ উদ্দীন কালু পেয়েছেন ৪ হাজার ১৪৫ ভোট।

অপরদিকে ধানখোলা ইউপিতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুর রাজ্জাক বেসরকারী ভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট, র্যাব পুলিশ ও আনছার বাহিনী নিয়োজিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

৪৫১ জন। এবারে ইউপি চেয়ারম্যান পদে ২৯ জন, পুরুষ সদস্য পদে ৩১৫ জন ও সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ৯৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। মোট ভোট কেন্দ্র ছিল ১০৪টি।

উল্লেখ্য, এবারে আইনশৃংখলা বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ছিল প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট টহল। প্রতিটি কেন্দ্রে ৪ জন পুলিশ সদস্য, ১৭ জন আনসার সদস্য মোতায়েন এবং উপজেলা জুড়ে বিশেষ নিরাপত্তায় ৬ প্লাটুন বিজিবি ও র্যাব সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন।

কবিরাজ জালাল পেলেন তিন ভোট!

নাম কেএম জালাল উদ্দীন। কবিরাজ জালাল বলেই পরিচিত। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ১নং সুন্দরপুর দূর্গাপুর ইউনিয়নের কাদিরকোল গ্রামের মৃত আরশেদ আলীর ছেলে।

রবিবার অনুষ্ঠিত তৃতীয়বারের মতো একই ওয়ার্ড থেকে মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভোট পেয়েছেন ৩ ভোট। ২০১১ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে ভোট পেয়েছিলেন
১৩৩। এছাড়া ২০১৬ সালে একই ইউনিয়নের নিজ গ্রামের ১নং ওয়ার্ড থেকে মেম্বার পদে নির্বাচন করে ভোট পান মাত্র ২টি।

এবারের নির্বাচনে তার ওয়ার্ডে আরো তিনজন মেম্বার প্রার্থী রয়েছেন। এরমধ্যে হুমায়ুন কবির ফুটবল প্রতিকে ৬৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। জাহাঙ্গীর আলম মোরগ প্রতিকে পেয়েছেন ৪১০ ভোট এবং মির্জা আব্বাছ টিউবওয়েল প্রতিকে একটি ভোটও পাননি।

পূর্বে দুই নির্বাচনে এলাকার কোন ব্যক্তি জালালের সমর্থন ও প্রস্তাবকারী ছিলেন না। পরে উপজেলার দুই কর্মকর্তা সেখানে তাদের নাম লিখে সহযোগীতা করেন। তবে এবার ভোটে তার নির্বাচনী ফর্মে স্থানীয় দুইজন প্রস্তাব ও সমর্থন করেছেন। নির্বাচনে প্রচার কাজ তিনি নিজেই করে থাকেন। যদিও এবার কোন মাইকিং করেননি।

তবে, পূর্বের দুই নির্বাচনে নিজেই ভ্যান চালিয়ে মাইক বেধে নিজের

প্রচার কাজ করেছেন। এবার মাইকিং না করলেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে তার লাটিম প্রতিকের পোষ্টার দিয়ে ভোট প্রার্থনা করেছেন। এদিকে মেম্বার প্রার্থী কেএম জালাল উদ্দীন হলফনামায় ১৯৮৭ সালে এসএসসি পাশ করেন বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তার তিন স্ত্রী, চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি জানান, এবার দিয়ে তিনি তৃতীয়বারের মত নির্বাচন করছেন। নির্বাচনে ভালো সৎ ও যোগ্য প্রার্থী না থাকায় তিনি নির্বাচন করেন। তবে ভোটাররা বোঝে না বলেই তারা অযোগ্য মানুকে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। তবে একদিন মানুষের মধ্যে সঠিক বুঝ আসবে বলে বিশ্বাস তার।

কালীগঞ্জে তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীর কাছে নৌকার পরাজয়

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ৬নং ত্রিলোচনপুর ইউনিয়ন নির্বাচনে আনারস প্রতীকের তৃতীয় লিঙ্গের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম ঋতুর কাছে পরাজিত হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী নজরুল ইসলাম ছানা।

রোববার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আনারস প্রতীকের প্রার্থী ঋতু বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। আনারস প্রতীক নিয়ে তৃতীয় লিঙ্গের এই প্রার্থী পেয়েছেন ৯ হাজার ৫৬৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকা প্রতীকের নজরুল ইসলাম ছানা পেয়েছেন ৪ হাজার ৫১৭ ভোট।

ভোটে জয়ী হয়ে মুঠোফোনে ঋতু বলেন, এ জয় ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নবাসীর। প্রতিটি মানুষের কাছে আমি ঋণী। কাজের মাধ্যমে মানুষের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করব।

কালীগঞ্জ উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে ইতোমধ্যে তিনজন চেয়ারম্যান প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে ১নং সুন্দরপুর-দুর্গাপুর ইউনিয়নে নৌকা প্রতীকের ওহিদুজ্জামান ওদু,

৭নং রায়গ্রাম ইউনিয়নে নৌকা প্রতীকের আলী হোসেন অপু ও ৯নং বারবাজার ইউনিয়নে নৌকা প্রতীকের আবুল কালাম আজাদ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

গাংনীর কাজিপুরে পরাজিত মেম্বার প্রার্থীর হামলা, ভাংচুর, নিরাপত্তারক্ষীর ১০ রাউন্ড গুলি বর্ষন

তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শেষে হামলা চালিয়েছে পরাজিত মেম্বর প্রার্থী আলেহীম ও তার সমর্থকরা। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটসহ সকলকে অবরুদ্ধ করে রাখে। আত্মরক্ষার্থে নিরাপত্তা কর্মীরা ১০ রাউন্ড ফাকা গুলি ছোড়ে।

বেতবাড়িয়া ১০ নং ভোট বেন্দ্রে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার সাজাহান আলী জানান, আমরা ভোট গণণা শেষে কন্ট্রোল রুমে ফেরার সময় পরাজিত মেম্বার প্রার্থী আলেহীম ও তার লোকজন গেটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং কেন্দ্রে মধ্যেকার সকলকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে বিজিবিকে খবর দেয়া হয়। বিজিবির একটি টীম ঘটনা স্থলে পৌছালে হামলাকারিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

মোবাইল কোর্টের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে পরাজিত মেম্বর প্রার্থী আলেহীম ও তার লোকজন হামলা করে কেন্দ্রের দায়িত্বরত প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার, সাংবাদিক ও নিরাপত্তা রক্ষিদেরকে অবরুদ্ধ করে।

এসময় কেন্দ্রের প্রধান ফটক ভাংচুর করে। আত্মরক্ষার্থে কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষি শরিফুল ইসলাম শর্টগানের ১০ রাউণ্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পরে বিজিবির একটি টীম সেখানে গেলে আলেহীম ও তার লোকজন

পালিয়ে যায়। একঘন্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সকলেই কেন্দ্র ত্যাগ করি।

ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সেই লাঞ্ছিত প্রার্থী ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডে দ্বিতীয় বারের জন্য সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মফিজুল ইসলাম।

মফিজুল ইসলাম (তালা প্রতিকে) মোট ভোট পেয়েছেন ২ হাজার ৯১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাকির হোসেন ফুটবল প্রতিকে পেয়েছেন ১ হাজার ৪৭৩ ভোট। ৫১৮ ভোট বেশি পেয়ে দ্বিতীয় বারের মত বেসরকারীভাবে মফিজুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন।

ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডে (আযান, বাহাগুন্দা ও জুগিন্দা গ্রাম)মোট ভোটার ৪ হাজার ৭৬৬ ভোট।

উল্লেখ্য, ভোটকে কেন্দ্র করে মফিজুল ইসলামকে বেলা ১১ টার দিকে ২ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বর প্রার্থী জাকির হোসেনর (ফুটবল মার্কা) সমর্থক নমাজ আলীর ছেলে মুরাদ আলী মেহেরপুর পৌরসভার ভোটার বর্তমান মেম্বর মফিজুল ইসলামকে (তালা মার্কা) গালিগালাজ করে। প্রতিবাদ করলে মফিজুল ইসলামকে মারধর শুরু করেন। এ ঘটনার জের ধরে দুই গ্রুপের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এতে মফিজুল ইসলাম গ্রুপের ৫ জন আহত হন।আহতদের মধ্যে আবু শেখ
(৭৫) ও মোশারফ হোসেন (৪৫) গাংনী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এছাড়া মফিজুল ইসলামের বাড়ি ঘরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়।এ নিয়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।